আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দারের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় আলমডাঙ্গার দলীয় কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মত বিনিময় সভায় এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,দেশে মৃদু তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, আমাদের জেলায় গরমের সময় গরম ও শীতের সময় প্রচন্ড শীত পড়ে। এথন গরম কাল প্রচন্ড গরম পড়ছে। এখন আমাদের সতর্কতার সাথে চলাচল করতে হবে। আগুন থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি বলেন,পবিত্র এই রমজান মাসে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে আছে। তারপরও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝে জিনিসের দাম বৃদ্ধি করছে। সকল ব্যবসায়ী ভাইদের কাছে অনুরোধ করবো তারা যেনো বেশি দামে পণ্য বিক্রি না করে।

এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আজকে দেশে নতুন করে পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। যারা সন্ত্রাস করছে, অশান্তি সৃষ্টি করছে সরকার কঠোর হস্তে তা দমন করবে। কেউ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে পারবে না।

মত বিনিময় কালে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান,জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নির্বাহী সদস্য শাহ আলম,সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা,পৌর সহসভাপতি আবু ডালিম,পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আব্দুল মালেক, খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস চেয়ারম্যান, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন,কালিদাসপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, আওয়ামীলীগ নেতা জহুরুল ইসলাম স্বপন, জাহাঙ্গীর হোসেন, সোনাউল্লাহ, শহিদুল হক, দেলোয়ার হোসেন, বাস-ট্রাক মোটর

শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুর কুদ্দুস, আমিরুল ইসলাম, সাবেক যুবলীগ নেতা শাহিন রেজা, সোহেল রানা শাহিন, টুটুল, সৈকত খান, পৌর যুবলীগের আহবায়ক আসাদুল হক ডিটু, যুবলীগ নেতা মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, হাসান, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা, রকি, সাকিব প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা উপজেলা গ্রাম্য চিকিৎসক (আরএমপি) ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ায় আজ শুক্রবার এই ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় গ্রাম্য চিকিৎসক(আর এম পি) ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি জিনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সভাপতি আকবার আলি আকু।তিনি বলেন সারা বাংলাদেশে বিশ লক্ষ গ্রাম্য চিকিৎসকরা এক ছাতার তলে সংগঠিত হওয়ার লক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই আলোকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটি সহ আলমডাঙ্গা তে আহব্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গ্রাম্য চিকিৎসকদের আত্মসম্মানের সহিত তাদের সেবামূলক কর্ম নির্বিঘ্নে করতে দিতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ডা: কে এন করিম,কাজী সজীব,রাকিবুল ইসলাম খানা,আবু জাফর,সহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মোসারেফ হোসেন, এ কে আজাদ পাপ্পু, ইমন হোসেন, সামাদ আলি, আরাফাত রুদ্র রেজাউল করিম, মোস্তাফিজুর রহমান, বাইজেন, সাইন আলি, ডালিম হোসেন, হালিম হোসেন, লিয়াকত আলি, শেফাতুল্লা প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ফিরোজা ক্লিনিকের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

মাহে রমজান উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গার ফিরোজা ক্লিনিকের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা ডাউকি ইউনিয়নের হাউসপুর তিন রাস্তার মোড় এলাকায় ফিরোজা ক্লিনিক প্রাঙ্গণে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ ইফতার মাহফিল আয়োজন করেন ফিরোজা ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী ডা: নজরুল ইসলাম। ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, ডা: আব্দুল আল মামুন, ডা: এনামুল হক সহ প্রায় অর্ধশতাধিক রোজাদার উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় বাংলা নববর্ষ উদযাপনের লক্ষে প্রস্তুতি সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদযাপনের লক্ষে প্রস্তুতি মুলক সভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা স্বাস্থ্য প.প.কর্মকর্তা ডাঃ শারমিন আক্তার, পৌর সভার

প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল ইসলাম।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহার উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড, আব্দুর রশিদ মোল্লা, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক পৌর মেয়র এম সবেদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, আলমডাঙ্গা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, সরকারি কলেজের প্রভাষক জিয়াউল ইসলাম, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন, পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকের ম্যানেজার শেফালী বেগম, মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারেজ উদ্দিন, যুবউন্নযন কর্মকর্তা হাসিবুল আলম, তথ্যকর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, ইসলামি ফাউন্ডেশনের সুপার ভাইজার আকাতারুজ্জামান, কলাকেন্দ্রের সভাপতি রেবা রানী সাহা, মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি কন্ঠশিল্পি আশরাফুল হক লুলু, সাবেক চেয়ারম্যান মজিবর রহমান, ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাশির উদ্দিন এ্যাটোম প্রমুখ।

সভায় ৩ দিন ব্যাপি বৈশাখি মেলার ব্যাপারে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রথম দিন মঙ্গল শোভাযাত্রায় সকলকে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্টানে সংগীত পরিবেশিত হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সম্মানে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকা প্রবাসি ও ঐশিকা সংস্থার প্রেসিডেন্ট এম.এ মান্নান রতন জমিদারের সৌজন্যে আজ বুধবার এ ইফতার ও দোয়া

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলামের আজমের উপস্থাপনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি জামদসিদুল হক মুনি,সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সহকারি অধ্যাপক শেখ শফিউজ্জামান,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম প্রমুখ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক শাহাবুল হক, তানভীর সোহেল সাংগঠনিক সম্পাদক কাইরুল মামুন, কোষাধ্যক্ষ সাজেদুল হক মনি, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রহমান, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক ফাইম ফয়সাল, প্রচার সম্পাদক জাফর জুয়েল, সহ প্রচার সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দিন, রানা আহম্মেদ, লাল্টু রহমান প্রমুখ।

ইফতার মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসক্লাবের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম।

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী হত্যা মামলায় তিনজনের মৃত্যুদন্ড, একজনের ২ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রীকে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা মামলায় তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড ও এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া একজনকে ২ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মো. মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর দণ্ডিতদের বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে নেওয়া হবে।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হলেন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার আসান নগর গ্রামের ক্লাবপাড়ার বজলুর রহমানের ছেলে সাহাবুল হক(২৪) ও একই গ্রামের শেষপাড়ার পিন্টু রহমানের ছেলে রাজিব হোসেন (২৫), আসাননগর গ্রামের মাঝেরপাড়ার মাসুদ আলীর ছেলে বিদ্যুৎ আলী (২৩)। আসাননগর গ্রামের স্কুলপাড়ার তাহাজ উদ্দিনের ছেলে শাকিল হোসেনকে
(২৩) ২ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন।

মামলার ও এজাহারের বিবরণ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারপাড়ায় বৃদ্ধ নজির মিয়া ও তার স্ত্রী ফরিদা খাতুন বসবাস করতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে খাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। ওই দিন রাতে যে কোন সময় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারপাড়ার নজির মিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে চুরির উদ্দেশ্য। প্রথমে নজির মিয়াকে গোসল খানার ভেতর হাত-পা বেধে জবাই ও কুপিয়ে হত্যা করে। পরে তার স্ত্রীকে ঘরের ভেতর জবাই করে হত্যা করে।

নিহতের মেয়ে ডালিয়ারা পারভীন ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে বাবা-মায়ের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিক বার কল দিলে বন্ধ পায়। পরে ঘটনাস্থলে মেয়ে ও জামাই এসে দেখে রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে ডালিয়ারা পারভীন বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের আসামি করে আলমডাঙ্গা থানায় ২৫ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শিহাব উদ্দীন তদন্ত শেষে হত্যায় সরাসরি জড়িত সাহাবুল হক, রাজিব হোসেন, বিদ্যুৎ আলী ও ভিকটিমের মোবাইল কেনায় জড়িত শাকিল হোসেনের নামে ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন বলেন, ৩৭ জন সাক্ষীর মধ্য ১৯ জনের সাক্ষ্য শেষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মো. মাসুদ আলী আসামির উপস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরে রায় ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় মাটি কাটার অপরাধে ইউপি সদস্যকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়ের অভিযোগে ইউপি সদস্যকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শরিফুল ইসলাম। দীর্ঘদিন যাবৎ কুমারী গ্রাম এলাকা থেকে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছে। ইটভাটায় মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাক্টর। এতে ট্রাক্টরে পরিবহনে সড়কে কাঁদামাটি পড়ে জনসাধারণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে কুমারী ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলামকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আলমডাঙ্গায় প্রকাশ্যে ইটভাটা পুড়ছে বনজ কাঠ, প্রশাসন নির্বিকার

আইনের তোয়াক্কা না করে আলমডাঙ্গার ইটভাটাগুলোতে অবাধে কাঠ ও লাকড়ি পোড়ানো হচ্ছে। সামাজিক বনায়নের গাছ কেটে এসব কাঠ সংগ্রহ করায় হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ। এর মধ্যে অধিকাংশ ইটভাটারই

লাইসেন্স নেই। এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে প্রশাসনের তেমন তৎপরতাও নেই। এছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে এসব অবৈধ ভাটায় মাটি পরিবহন করা হচ্ছে। এতে কোটি কোটি টাকার নির্মিত সরকারি রাস্তা গুলো ভেঙে গর্তে পরিণত হয়েছে। ধুলোবালিতে সড়কগুলো পাশের বসতবাড়িতে রং পরিবর্তন হয়ে হলচে ধারণ করছে। এসব অবৈধ ইটভাটায় দীর্ঘদিন কাঠ ও লাকড়ি পোড়ানো হলেও কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামস্থ প্রধান সড়কের পাশে জাবর ও চান্দালীর ইটভাটা রয়েছে। এছাড়া কুমারী ইউনিয়নের গেটবন্ডবিল এলাকায় বাবু মুন্সিরও ইট ভাটা রয়েছে। এই তিনটি ইটভাটা বছরের পর বছর প্রকাশ্যে কাঠ ও লাকড়ি পোড়ালেও পরিবেশ অধিদপ্তর নিরব ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা প্রশাসনও এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো হলেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

এবিষয়ে ফরিদপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুকে তারা অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব ইটভাটা গুলো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবৈধ ট্রাক্টরে শত শত গাড়ি মাটি পরিবহন করে। এতে সড়কে কাদামাটিতে রাস্তায় যাতায়াতে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গাড়ি চলাচলে অনেকে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়।

বাড়াদি গ্রামের আব্দুল জব্বার জানান, গেটবন্ডবিল এলাকার বাবু মুন্সীর ইটভাটার অত্যাচারে অতিষ্ট পথচারীরা। একদিকে অবৈধ ট্রাক্টরের উৎপাত। অন্য দিকে কাঠ পোড়ানো দুর্গন্ধ বাতাসে শ্বাস নেওয়াও কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। সড়কে পড়ে থাকা কাঁদামাটি হালকা বৃষ্টিতে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। উপজেলা প্রশাসনকে একাধিকবার মৌখিক অভিযোগ করলেও কোন সুরাহ মেলেনি।

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের

উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে। আজ আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের আয়োজনে ফুডপার্ক হোটেলে ইফতার পুর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি সাবেক প্রধান শিক্ষক ওমর আলী মাষ্টার।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু। তিনি বলেন পবিত্র রমজান মাস সিয়াম সাধনের মাস, এই মাসে আপনারা যারা সাহিত্য সেবা করেন, তারা লেখনীর মাধ্যমে পবিত্র মাহে রমজান সম্পর্কে তুলে ধরুন। সকলে সততার সাথে নিষ্টার সাথে কবিতা, গল্পে,প্রবন্ধে সবকিছুতেই সত্য লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমরা যারা সাংবাদিকতা করি তারাও পবিত্র মাসে সপথ নেব সততা ও নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালন করব। আল্লাহ পাক সততা এবং হালাল রুজিসহ সকলকে সত্যপথ দেখাতে সহায়তা করবে,এই মাসে আল্লাহ তালা কবর বাসিদের আজাব মাফ করে দেন, তাই রহমতের মাসের শেষ দিন ২০ রমজানে আমরা যারা উপস্থিত আছি তারা কোন ভাবেই কাউকে ঠকাব না, আমাদের দ্বারা কেউ প্রতারিত হবে না।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক কবি ও সাহিত্যিক হামিদুল ইসলাম, গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, সাহিত্য পরিষদের সাংগাঠনিক সম্পাদক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি, কবি সিদ্দিকুর রহমান, কবি মহসীনুজ্জামান চান্দ, কবি জাহাঙ্গির হোসেন,মোবারক হোসেন প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন কবি সিদ্দিকুর রহমান

আলমডাঙ্গায় অবৈধ ব্যাটারি

চালিত ভ্যানে পৌর শহরে তীব্র যানজট ; ভোগান্তি

রমজান মাসকে ঘিরে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বেড়েছে খুচরা ক্রেতা- বিক্রেতা ও অবৈধ যানবাহনের আনাগোনা। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাপড়, কসমেটিকস ও জুতা স্যান্ডেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকান পাট খোলা রয়েছে। সে কারণে শহরের তিন কিলোমিটার সড়ক জুড়ে যানজটের ভোগান্তিতে পড়েছে স্থানীয় লোকজন। তবে সড়ক সংকুচিত ও অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যান গাড়ির অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাচলকে দায়ি করছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, পৌর শহরের হাইরোড সহ বিভিন্ন এলাকার সড়কগুলো সরু। সাধারণ মানুষের জন্য পানি নিষ্কাশনের ড্রেনগুলো ফুটপথ হিসেবে ব্যবহার করেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের সামনের অংশ ব্যবহার করছেন। একারণে ক্রেতারা তাদের গাড়ি সড়কের পাশেই দাঁড় করিয়ে কেনাকাটা করেন। এতে ফুটপথ ব্যবহারকারীদের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যান গাড়ির অবৈধ স্টান্ড। এসব সড়কে মালবাহী ট্রাক কিংবা প্রাইভেট কার প্রবেশ করলেই দীর্ঘ যানজটে পরিণত হয়। সড়ক সংকুচিত হলেও প্রতিদিন বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আলতায়েবা মোড় থেকে চারতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার সড়কের দু’পাশে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভদের মোটরসাইকেলের লম্বা সারি। এছাড়া স্বাধীনতা স্তম্ভ হতে চারতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কের পাশে ফুটপথ দখল করে চায়ের দোকান, মোটরসাইকেল গ্যারেজ, কনফেকশনারী ও ফাস্টফুড এবং সাইকেল ও ক্রোকারিজের দোকান মালিকেরা তার সামনের অংশ দখল করে রেখেছে। একই চিত্র মাছ বাজার, হলুদপট্টি, কাপড়পট্টি, হাজী মোড় হতে লালব্রীজ সড়ক। এছাড়া শহরের তিনটি প্রবেশদ্বারে রয়েছে অবৈধ যানবাহন নসিমন-আলমসাধু, ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক ও ভ্যানগাড়ি। এক স্থানে তিন যানবাহনের স্টান্ড হওয়ায় বিভিন্ন সময় সড়কে যাতায়াতে মোটরসাইকেল আরোহী সড়ক দুর্ঘটনার সম্মূখিন হন।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই যানজটে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। পৌরসভার উন্নয়ের আশা দিয়ে মেয়র

নির্বাচিত হলেও পরে তাদের খোঁজখবর থাকে না। পৌরবাসীর ভাগ্য বদল হয় না। ব্যাটারি চালিত ভ্যান কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। এ শহর দিনের পর দিন আরো যানজটে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।